প্রথম আলো

তারিখ ... 6 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প কি থেমে গেল?

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ●

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জন্য সর্বশেষ নগরের কাশিপুরের পড়িয়ারপাড় এলাকায় স্থান নির্বাচন করা হয়। সেই সঙ্গে গত বছর প্রাথমিকভাবে উপাচার্য নিয়োগ ও বরিশাল জিলা স্কুলের বর্ধিত ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। এরপর আর কোনো অগ্রগতি নেই।

বরিশালের জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, ২০০৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নগরের ভেটুলিয়ায় বরিশাল-বিনয়কাঠি সড়ক ঘেঁষে একখণ্ড জমিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। দুই দিনের মাথায় নাম পাল্টে তৎকালীন মহিপরিষদের সভায় তা 'বরিশাল শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অনুমোদন করা হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বরিশালের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম 'বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়' রাখার দাবি জানায়।

এর আগে, ২০০৪ সালে বিএনপির স্থানীয় একটি মহলের উদ্যোগে বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করে একটি প্রকল্প শুরু হয়। ওই খাতে প্রায় ১৫ কোটি টাকাও বরাদ্দ হয়। পরে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদে সরকার প্রকল্পটি বাতিল করে নতুন করে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু করে।

জেলা ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর সূত্র জানায়, ভেটুলিয়া মৌজার ৪৮ দশমিক ৫ একর এবং দিয়াপাড়া মৌজার দেড় একর জমি অধিগ্রহণ করার একটি প্রস্তাব ২০০৬ সালের ১৪ জুন ভূমি মন্ত্রণালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের কাছে পাঠানো হয়।

ভেটুলিয়া এলাকার একাধিক ব্যক্তি জানান, ২০০৬ সালের মাঝামাঝি কিছু লোক ওই এলাকায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দিতে স্থানীয় লোকদের অনুরোধ করেন। এলাকাবাসী প্রচলিত আইনমাফিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করে নেওয়ার আহ্বান জানায়। পরে স্থানীয় ব্যবসায়ী কাজী নাসিরউদ্দিনের একখণ্ড জমির জন্য তাঁর কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র নেওয়া হয়। ওই জমিতেই ১৭ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন।

জেলা প্রশাসক মুশফিক আহমদ শামীম বলেন, পড়িয়ারপাড় এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রক্রিয়া চূড়ান্ত না হওয়ায় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি।